ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সালাত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

(৩১০) রেডিও-টিভিতে প্রচারিত নামাযের অনুসরণ করা জায়েয আছে কি?

টেলিভিশন ও রেডিওর মাধ্যমে প্রচারিত নামাযে ইমামের অনুসরণ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। কেননা নামাযের জন্য জামাআতের অর্থ হচ্ছে একস্থানে সমবেত হওয়া। অতএব তাদেরকে একস্থানে একত্রিত হওয়া জরূরী। কাতার সমূহ মিলিত করা আবশ্যক। ঐ দু’টি কারণে মিডিয়ার মাধ্যমে নামায জায়েয হবে না। কেননা তা দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। যদি এটা জায়েয হয়, তবে আর মসজিদের কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমআর নামায আদায় করে নিবে। নিঃসন্দেহে এটা জামাআত ও জুমআ প্রতিষ্ঠিত করার শরীয়ত নির্দেশিত হিকমতের পরিপন্থী। অতএব নারী-পুরুষ কারো জন্য রেডিও বা টেলিভিশনের অনুসরণ করে নামায আদায় করা বৈধ নয়। (আল্লাহ্‌ সবাইকে তাওফীক দিন)

অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে নামায আদায় করবে?

১) অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল- ফরয সালাত দাঁড়িয়েই আদায় করা। যদিও কিছুটা বাঁকা হয়ে দাঁড়াক বা কোন দেয়ালে হেলান দিয়ে বা লাঠিতে ভর করে দাঁড়াক না কেন।

২) যদিও কোন ভাবেই দণ্ডায়মান হতে সক্ষম না হয় তবে বসে সালাত আদায় করবে। উত্তম হল দাঁড়ানো ও রুকুর অবস্থার ক্ষেত্রে চার জানু হয়ে বসবে।

৩) যদি বসেও সালাত আদায় করতে সক্ষম না হয় তবে কিবলা মুখি হয়ে কাত হয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে। এক্ষেত্রে উত্তম হল ডান কাত হয়ে শোয়া। যদি কিবলামুখি হতে সক্ষম না হয় তবে সে দিকে ইচ্ছা মুখ করে সালাত আদায় করবে। তাঁর সালাত বিশুদ্ধ হবে এবং তা ফিরিয়ে পরার দরকার হবে না।

৪) যদি ডান কাত হয়ে শুতে অক্ষম হয় তবে চিৎ হয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে। সে সময় পা দুটি থাকবে কিবলার দিকে। উত্তম হল (বালিশ ইত্যাদি দিয়ে) মাথা উপরের দিকে কিছুটা উঠাবে যাতে করে কিবলামুখি হতে পারে। যদি পা দুটিকে কিবলামুখি করতে সক্ষম না হয়, তবে পা যে দিকেই থাক ঐভাবেই সালাত আদায় করবে। সালাত বিশুদ্ধ হবে এবং পরে তা ফিরিয়ে পড়তে হবে না।

৫) রুগির উপর ওয়াজিব হল সালাতে রুকু ও সিজদা করা। যদি তা করতে সামর্থ্য না হয় তবে মাথা দিয়ে ইশারা করবে। এ সময় রুকুর চেয়ে সিজদার জন্য মাথাটা একটু বেশি নীচু করবে। যদি শুধু রুকু করতে সক্ষম হয় এবং সিজদা করতে না পারে তবে রুকু করবে এবং ইঙ্গিতের মাধ্যমে সিজদা করবে। আর যদি সিজদা করতে সক্ষম হয়, রুকু না করতে পারে তবে সিজদার সময় সিজদা করবে আর রুকুর জন্য মাথা দিয়ে ইশারা করবে।

৬) রুকু সিজদার সময় মাথা নীচু করে যদি ইশারা করতে সক্ষম না হয়, তবে চোখ দিয়ে ইশারা করবে। রুকুর

সময় চোখ দুটোকে সামান্য বন্ধ করবে আর সিজদার জন্য বেশী করে বন্ধ করবে। কিন্তু রুকু সিজদার জন্য আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা যেমন কোন কোন রুগী করে থাকে- বিশুদ্ধ নয়। এ ব্যাপারে কুরান-সুন্নাহ বা বিদ্বানদের থেকে কোন দলীল আমি পাই নি।

৭) যদি মাথা বা চোখের মাধ্যমে ইশারা করতেও সক্ষম না হয়, তবে মনে মনে সালাত আদায় করবে। মুখে তাকবীর বলে, কিরাআত পরবে এবং দাঁড়ানো, রুকু করা, সিজদা করা, তাশাহহুদে বসা ইত্যাদির জন্য মনে মনে নিয়ত করবে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যার সে নিয়ত করে থাকে।

৮) রুগীর উপর ওয়াজিব হল প্রত্যেক সালাত সঠিক সময়ে আদায় করা এবং সে সময়ে তাঁর উপর যা যা ওয়াজিব তাঁর সবই সাধ্যানুযায়ী আদায় করা। যদি প্রত্যেক সালাত নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা তাঁর জন্য কষ্টকর হয় তবে দু সালাতকে একত্রিত আদায় করা জায়েয আছে। যোহর ও আছর দু সালাত একত্রে যোহরের ওয়াক্তে বা দেরি করে আসরের ওয়াক্তে আদায় করবে। এমনিভাবে মাগরীব ও এশা দু'সালাত মাগরীবের ওয়াক্তে একত্রে বা দেরি করে এশার ওয়াক্তে একত্রে আদায় করবে। মোটকথা যেভাবে তাঁর জন্য সহজ হয় সেভাবেই আদায় করবে।

৯) অসুস্থ ব্যক্তি যদি অন্য কোন শহরে চিকিৎসার জন্য সফর করে তবে সে (মুসাফির হিসেবে) চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাতকে কসর কবে দু রাকাআত আদায় করবে। অর্থাৎ যোহর, আছর ও এশা দু রাকাআত করে আদায় করবে। যতদিন নিজ শহরে ফিরে না আসে এরূপই করতে থাকবে। চাই সফরের সময় অল্প হোক বা দীর্ঘায়িত হোক।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=841

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন